তথ্যবিবরণী                                                      নম্বর : ১৩২০

**পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে স্বাধীনতা দিবসের অভিনন্দন বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ):

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. এ কে আব্দুল মোমেনকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানিয়েছেন বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. আব্দুল্লাতিফ বিন রশিদ আল জায়ানি।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস উপলক্ষ্যে বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্প্রতি এক অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সরকার এবং বাংলাদেশের জনগণকে উষ্ণ অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানান।

অভিনন্দন বার্তায় ড. আবদুল্লাতিফ বিন রশিদ আল জায়ানি উভয় দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরো গভীর ও শক্তিশালী করতে এবং পারস্পরিক কল্যাণে সহযোগিতার অন্যান্য ক্ষেত্রগুলোকে আরো প্রসারিত করতে বাহরাইনের আগ্রহের কথা পুনর্ব্যক্ত করেন।

বাহরাইনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী প্রেরিত বার্তায় বলেন, ‘আমাদের বিদ্যমান সুযোগগুলো কাজে লাগিয়ে উভয় দেশের সম্পর্ক আরো ঘনিষ্ঠ করতে আমরা একসাথে কাজ করে যেতে চাই।’

#

মোহসিন/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                      নম্বর : ১৩১৯

**প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন**

 **-- নৌ-প্রতিমন্ত্রী**

চট্টগ্রাম, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ):

নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বলেছেন, সিঙ্গাপুর পোর্ট কর্তৃপক্ষ (পিএসআই) এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের দুবাই পোর্ট (ডিপি ওয়ার্ল্ড) চট্টগ্রাম বন্দরকে একসময় কাউন্ট করতো না; এখন তারা চট্টগ্রাম বন্দরে বিনিয়োগ করতে চায়; পার্টনার হতে চায়।

 প্রতিমন্ত্রী আজ চট্টগ্রামে চট্টগ্রাম বন্দরের শহীদ ফজলুর রহমান মুন্সী অডিটোরিয়ামে চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ) আয়োজিত ‘চট্টগ্রাম বন্দরের উন্নয়নে কর্মচারীদের অবদান’ শীর্ষক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, চট্টগ্রাম বন্দরের কর্মচারীরা চট্টগ্রাম বন্দরকে এমন জায়গায় নিয়ে গেছেন। আমাদের কাছে এত বিনিয়োগ; আমরা কাকে দিব; কাকে দিব না এরকম একটি অবস্থা হয়ে গেছে। মাতারবাড়ীতে আমরা টেন্ডার করেছি; সেখানে আমেরিকাসহ পৃথিবীর বড় বড় দেশ সকলেই আসতে চায়। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে অনন্য উচ্চতায় নিয়ে গেছেন, যেখানে সকলেই বাংলাদেশকে সমীহ করে।

অনুষ্ঠানে চট্টগ্রাম বন্দরের চেয়ারম‍্যান রিয়ার এডমিরাল এম শাহজাহান, চট্টগ্রাম বন্দর কর্মচারী পরিষদ (সিবিএ) সভাপতি মোঃ আজিম এবং সাধারণ সম্পাদক নায়েবুল ইসলাম ফটিক বক্তৃতা করেন।

#

জাহাঙ্গীর/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/২০৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৩১৮

**চট্রগ্রামে ১৫০ শয্যার বার্ন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করতে চীনের সাথে বাংলাদেশের চুক্তি স্বাক্ষর**

ঢাকা**,**১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) :

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে চীন সরকাররের অনুদান সহায়তায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫০ শয্যা বিশিষ্টি একটি বার্ন ইউনিট স্থাপনের বিষয়ে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এবং চীনের বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের মধ্যে একটি বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে।

বাংলাদশে সরকাররে পক্ষে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব ড. মু: আনোয়ার হোসনে হাওলাদার এবং চীন সরকাররে পক্ষে বাংলাদেশে নিযুক্ত চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াও ওয়েন উক্ত বাস্তবায়ন চুক্তি স্বাক্ষর করেন।

স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রী জাহিদ মালেক, শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, স্বাস্থ্য শিক্ষা ও পরিবার কল্যাণ বিভাগের সচিব মোঃ আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ডা. মোহাম্মদ খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

চীন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সহযোগিতা সংস্থার ভাইস চেয়ারম্যান দেং বোকিং, ঢাকাস্থ চীন দূতাবাসের অন্যান্য ঊর্ধতন কর্মকর্তাবৃন্দ এবং চীনের একটি এক্সপার্ট টিম চীন সরকাররে পক্ষে উপস্থিত ছিলেন।

স্বাক্ষরিত বাস্তবায়ন চুক্তির আওতায় চীন সরকাররে সম্পূর্ণ অনুদান সহায়তায় চট্টগ্রাম  মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ১৫০ শয্যা বিশিষ্টি একটি বার্ন ইউনিট স্থাপিত হবে। উক্ত ইউনিটের জন্য প্রয়োজনীয় সকল ধরনের মেডিকেল যন্ত্রপাতি এবং আসবাবপত্র চীন সরকার অনুদান সহায়তা হিসেবে প্রদান করবে। নির্মিতব্য বার্ন ইউনিটে একটি বহিঃবিভাগ, একটি অন্তঃবিভাগ, একটি জরুরি বিভাগ, ১০টি আইসিইউ বেড, পুরুষদের জন্য ১০টি এইচডিইউ বেড, মহিলাদের জন্য ১০টি এইচডিইউ বেড এবং শিশুদের জন্য ৫টি এইচডিইউ বেড থাকবে। কাজটি সম্পন্ন করতে দুই বছরের মত সময় লাগবে বলে জানিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক।

এ প্রসঙ্গে স্বাস্থ্যমন্ত্রী বলেন, ঢাকার মতই চট্রগ্রামেও আগুনজনিত বিভিন্ন দুর্ঘটনা নৈমিত্তিক ঘটে চলেছে। এজন্য চট্রগ্রামে এরকম ঢাকার মানের একটি বার্ন ইনস্টিটিউটের প্রয়োজন ছিল। ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটের ৫০০ বেডই প্রায় পূর্ণ থাকে।  ঢাকায় এই একটি বার্ন ইনস্টিটিউটের কারণে ঢাকার উপর যে চাপ পড়ছে তা চট্রগ্রামে ১৫০ বেডের বার্ন ইনস্টিটিউট চালু হলে কিছুটা কমে যাবে। এর পাশাপাশি শীঘ্রই আমরা আরো নতুন করে ৫ বিভাগে ৫ টি বার্ন ইনস্টিটিউট নির্মাণ কাজ হাতে নিয়েছি। এতে করে দেশে ৭টি উন্নতমানের বার্ন ইনস্টিটিউট হয়ে যাবে।

#

মাইদুল/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/২০০৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩১৭

**কৃষকরাও আজ ডিজিটাল প্রযুক্তির সুফল পাচ্ছে**

 **--শিক্ষামন্ত্রী**

চাঁদপুর ১৬ চৈত্র (৩০ র্মাচ) :

শিক্ষামন্ত্রী ডা.দীপু মনি বলেছেন, এখন আর সারের জন্য কৃষককে গুলি খেতে হয় না। কৃষকরাও আজ ডিজিটাল প্রযুক্তির সুফল পাচ্ছে। বিদ্যুৎ আর পানির জন্য আর মানুষ হাহাকার করতে হয় না।

আজ নিজ জেলা চাঁদপুরের হাইমচরে কৃষকদের এক অনুষ্ঠানে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। অনুষ্ঠানে বিনামূল্যে বীজ ও সার, বকনা বাছুর, বাংলাদেশ জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ হতে প্রাপ্ত অনুদানের চেক বিতরণ করা হয়।
মন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশে কেউ এখন না খেয়ে মরে না। বিধবা ভাতা, বৃদ্ধ ভাতা, প্রতিবন্ধী ভাতা, গুচ্ছ গ্রাম, আশ্রয়ণ প্রকল্প, কমিউনিটি ক্লিনিক হয়েছে। বছরের প্রথম দিনে বই দেয়া হচ্ছে। এখন আর সারের জন্য কৃষককে গুলি  খেতে হয় না। কৃষকরাও আজ ডিজিটাল প্রযুক্তির সুফল পাচ্ছে।

বিএনপি জামায়াত জোট সরকারের আমলে বিদ্যুতের ভয়াবহ অবস্থার কথা তুলে ধরে মন্ত্রী বলেন, বিদ্যুৎ আর পানির জন্য আজ আর মানুষ হাহাকার করতে হয় না। শেখ হাসিনা যখন ক্ষমতায় এসেছিলেন তখন দেশে খাদ্য ঘাটতি ছিল ৪০ লাখ মেট্রিক টন। দেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। শেখ হাসিনা সাধারণ মানুষের কথা ভাবেন বলেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের কথা উল্লেখ করে ডা. দীপু মনি বলেন, যোগাযোগের আজ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে। শেখ হাসিনার উসিলায় নদী পারে বাধের কারণে হাইমচরের জীবনযাত্রায় অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জিত হয়েছে উল্লেখ করে সকলের কাছে আগামী দিনে নৌকায় ভোট দেয়ার আহ্বান জানান মন্ত্রী।

#

খায়ের/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৫৫৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৩১৬

**জিয়াউর রহমান অনুপ্রবেশকারী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেন**

 **---মুক্তিযুদ্ধমন্ত্রী**

ঢাকা**,**১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) :

বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা জিয়াউর রহমান অনুপ্রবেশকারী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন বলে মন্তব্য করেছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হক।

আজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোজাফফর আহমেদ চৌধুরী মিলনায়তনে এক আলোচনা সভায় মন্ত্রী এ মন্তব্য করেন।

খুনি মোশতাক জিয়ার অবৈধ সরকারের কুখ্যাত ইনডেমনিটি অর্ডিন্যান্স: ‘পৃথিবীর ইতিহাসে নজিরবিহীন এক কালো আইন’ শীর্ষক আলোচনা সভার আয়োজন করে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ মঞ্চ। এতে প্রধান আলোচক ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপ-উপাচার্য (প্রশাসন) অধ্যাপক মুহাম্মদ সামাদ।

মন্ত্রী বলেন, জিয়াউর রহমান আত্মস্বীকৃত খুনিদের নিরাপদে বিদেশে যেতে সহযোগিতা করেছেন। উচ্চপদে পদায়ন করেছেন দূতাবাসে। এমনকি যে যেই পদের যোগ্য না তাকে এক পদ উপরে বসিয়েছেন। তাহলে তাদের সম্পৃক্ততা আছে কি না বুঝা যায়। জিয়াউর রহমান মন্ত্রিসভায় কোনো মুক্তিযুদ্ধের লোককে স্থান দেননি। দেশের কুখ্যাত লোকদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করেছেন। তাহলে কি বুঝা যায়, তিনি মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন সেক্টর কমান্ডার হয়েও। এখানে আসল রহস্য হলো তিনি পাকিস্তানের একজন গোয়েন্দা ছিলেন। অনুপ্রবেশকারী হিসেবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন।

মোজাম্মেল হক বলেন, বাহাত্তরের সংবিধানকে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়েছিলেন জিয়াউর রহমান। ধর্মনিরপেক্ষতা, বাঙালি জাতীয়তাবাদকে বাদ দিয়ে দেওয়া হয়। জয়বাংলা স্লোগান বাদ দিয়ে পাকিস্তানি কায়দায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদ স্লোগান দেওয়া হলো। ধর্মভিত্তিক রাজনীতি করার সুযোগ করে দেয়।

সংগঠনের সভাপতি আমিনুল ইসলাম বুলবুলের সভাপতিত্বে এতে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের অধ্যাপক শেখ হাফিজুর রহমানন কার্জন, বীর মুক্তিযোদ্ধা মফিজুল হক সরকার, মঞ্চের উপদেষ্টা রুহুল আমিন মজুমদার ও জহির উদ্দীন জালাল।

#

মারুফ/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৯৪১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                      নম্বর : ১৩১৫

**৫১টি সরকারি হাসপাতালে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম উদ্বোধন করলেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ):

আজ স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে দেশের ১২টি জেলা ও ৩৯টি উপজেলায় মোট ৫১টি সরকারি হাসপাতালে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী জাহিদ মালেক। এসময় স্বাস্থ্যমন্ত্রীর সাথে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের সচিব আনোয়ার হোসেন হাওলাদার, স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের সচিব আজিজুর রহমান, স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবিএম খুরশীদ আলম, স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক টিটু মিয়াসহ জুম অনলাইনে ৫১টি জেলা ও উপজেলা সরকারি হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক এবং সংশ্লিষ্ট এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, সাধারণ মানুষের কথা চিন্তা করে সরকার বৈকালিক স্বাস্থ্য সেবা চালু করছে। এই ব্যবস্থা চালু হলে দেশের সাধারণ মানুষ উপকৃত হবে। আপাতত পাইলটিং আকারে দেশের ১২ জেলা ও ৩৯টি উপজেলার মোট ৫১টি সরকারি হাসপাতালে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের শুরু করা হল। এই কার্যক্রম মানুষের ভালো লাগলে এ বছরেই দেশের সকল সরকারি হাসপাতালে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করা হবে বলে তিনি জানান।

'সরকারি হাসপাতালগুলো কিসের ভিত্তিতে কাজ করবে' এই প্রশ্নের উত্তরে মন্ত্রী জানান, বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে সরকার একটি নীতিমালা প্রণয়ন করেছে। সেই নীতিমালা অনুযায়ী সব কাজ পরিচালিত হবে। নীতিমালায় একজন চিকিৎসক বা অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মী কতদিন দায়িত্ব পালন করবেন, কীভাবে করবেন তা বিস্তারিত লেখা আছে।

যেসকল সরকারি হাসপাতালে বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমের সূচনা হলো তার মধ্যে উল্লেখ্যযোগ্য কয়েকটি হচ্ছে ঢাকা বিভাগের ১০ জেলা মানিকগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল, রাজবাড়ি জেলা সদর হাসপাতাল, ঢাকার সাভার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নারায়ণগঞ্জের আড়াইহাজার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, টাঙ্গাইলের মধুপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কিশোরগঞ্জের ভৈরব উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। এছাড়াও রয়েছে ফরিদপুরের বোয়ালমারী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ঢাকার কেরানীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং শরীয়তপুরের ভেদরগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

চট্টগ্রাম বিভাগের ফেনী জেলা সদর হাসপাতাল, ছাগলনাইয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কক্সবাজার জেলা সদর হাসপাতাল, পেকুয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, খাগড়াছড়ি জেলা সদর হাসপাতাল, নোয়াখালী সেনবাগ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বেগমগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, পটিয়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কুমিল্লার দাউদকান্দি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং বান্দরবানের লামা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

ময়মনসিংহ বিভাগের জামালপুর জেলা সদর হাসপাতাল, সরিষাবাড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, শেরপুরের নকলা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, ময়মনসিংহের গফরগাঁও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নেত্রকোনার দুর্গাপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। খুলনা বিভাগের ঝিনাইদহ জেলা সদর হাসপাতাল, যশোরের মনিরামপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, কেশবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মাগুরার শ্রীপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং কুষ্টিয়ার কুমারখালি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। রাজশাহী বিভাগের নওগাঁ জেলা সদর হাসপাতাল, সাপাহার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বড়াইগ্রাম উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রাজশাহীর পবা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। রংপুর বিভাগের ঠাকুরগাঁও জেলা সদর হাসপাতাল, কুড়িগ্রাম জেলা সদর হাসপাতাল, দিনাজপুরের ফুলবাড়ি উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, রংপুরের বদরগঞ্জ, গংগাচরা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও নীলফামারীর ডোমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। বরিশাল বিভাগের ভোলা জেলা সদর হাসপাতাল, চরফ্যাশন উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, বরগুনার আমতলী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ও বরিশালের আগৈলঝড়া উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স। সিলেট বিভাগের সুনামগঞ্জ জেলা সদর হাসপাতাল এবং ছাতক উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিলেটের গোপালগঞ্জ, বিশ্বনাথপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং হবিগঞ্জের মাধবপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স।

এগুলোর বাইরে অন্যান্য সরকারি হাসপাতালের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে সেগুলোতেও বৈকালিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম শুরু করা হবে বলে জানান মন্ত্রী।

#

মাইদুল/আরমান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/১৮৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ১৩১৪

**সত্য তথ্য প্রকাশ করলে সরকার কোনো সাংবাদিককে বাধা দেবে না**

 **---আইনমন্ত্রী**

ঢাকা**,**১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) :

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী আনিসুল হক বলেছেন, যে মামলায় দৈনিক প্রথম আলোর সাংবাদিক শামসুজ্জামানকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেটি সাংবাদিকের বিরুদ্ধে না, অন্যায়ের বিরুদ্ধে। সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আমরা স্বীকার করি, আপনারা নির্ভিক সাংবাদিক। সত্য তথ্য প্রকাশ করলে এই সরকার কোনো সাংবাদিককে বাধা দেবে না।

আজ সচিবালয়ে নিজ দপ্তরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এসব কথা বলেন। এ সময়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খানও সেখানে উপস্থিত ছিলেন।

আইনমন্ত্রী বলেন, এটা ঠিক যে, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় যখন তথ্য দেয়া হবে না, সেখানে যদি প্রাইমা ফেইসি (প্রাথমিক দৃষ্টিতে) মামলা না থাকে, তাহলে সেটা নির্ধারণ করার জন্য আগে একটি সেলে পাঠানো হবে। সেলে পরীক্ষা-নিরীক্ষা শেষে মামলা নেয়া হবে।

‘কিন্তু গতকাল ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে যে মামলাটি করা হয়েছে, ক্লিপটি (একাত্তর টেলিভিশনের) যদি দেখে থাকেন, তাহলে সেখানে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের যে মামলা হয়, সেটির তথ্য-উপাত্ত সেই ক্লিপটির মধ্যে ছিল। সেক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সেলে পাঠানোর দরকার পড়ে না বলে মামলাটি হয়েছে,’ যোগ করেন মন্ত্রী।

নওগাঁয় সুলতানা জেসমিনের মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী বলেন, এ ব্যাপারে আমি পরিষ্কার বলতে পারি, ওই ভদ্র মহিলাকে যখন তুলে নেওয়া হয়, তখন তার বিরুদ্ধে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে কোনো মামলা ছিল না। পরে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে মামলা করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন এখানে অপব্যবহার করা হয়েছে।

ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের অপব্যহার হচ্ছে প্রশ্ন করা হলে মন্ত্রী জানান, দু-একটি মামলায় এটি হচ্ছে। আমরা ব্যবস্থা নিচ্ছি। যেখানে আমরা দেখছি এর অপব্যবহার হচ্ছে, সেখানেই আমরা অপব্যবহার বন্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছি।

#

রেজাউল/আরমান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৯২১ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                      নম্বর : ১৩১২

**বাসন্তীর জালের মতো শিশুর নামে অসত্য লিখে**

**স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করা কি অপরাধ নয় : তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রীর প্রশ্ন**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ):

‘বাসন্তীকে জাল পরিয়ে বানোয়াট সংবাদ পরিবেশনের মতো একটি শিশুকে ১০ টাকা দিয়ে তার নাম ব্যবহার করে অসত্য লিখে স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করা কি অপরাধ নয়’ প্রশ্ন রেখেছেন তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী এবং আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহ্‌মুদ।

আজ ঢাকায় সচিবালয়ে তাঁর মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট (পিআইবি) প্রকাশিত ‘সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে বঙ্গবন্ধু’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাব দেন মন্ত্রী। স্বাধীনতা দিবসে দৈনিক প্রথম আলোর অনলাইন ও ফেসবুকে দেওয়া একটি পোস্ট প্রসঙ্গে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ প্রশ্ন রাখেন। তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মোঃ ফারুক আহমেদ, পিআইবি’র মহাপরিচালক জাফর ওয়াজেদ, গ্রন্থকার ও গবেষক পপি দেবী থাপা প্রমুখ এ সময় উপস্থিত ছিলেন।

সাংবাদিকরা এ সময় ‘২০১৩ সালে রানা প্লাজা ধসে হাজার হাজার মানুষ যে দিন নিহত হয় সে দিন সন্ধ্যায় প্রথম আলো-মেরিল পুরস্কারে নাচ-গান করা, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজে প্রথম আলোর অনুষ্ঠানে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট ছাত্রকে নিকটবর্তী উন্নত হাসপাতালে ভর্তি না করে দূরের এক হাসপাতালে ভর্তি করা ও তার মৃত্যু ঘটা এবং এখন স্বাধীনতা দিবসে শিশুর নাম দিয়ে মিথ্যা লিখে স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করা -এসবের কি বিচার’ এ প্রশ্নের জবাবে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন- স্বাধীনতা দিবসে স্বাধীনতাকে এভাবে কটাক্ষ করে যে সংবাদ প্রচার করা এবং একটা শিশুকে ১০ টাকা হাতে ধরিয়ে দিয়ে যেটি বলানোর চেষ্টা করা সে না বললেও সেটিকে ছাপানো -এটি কি সাংবাদিকতার নীতি-নৈতিকতার পরিপন্থি নয়? সে জন্যই এটার প্রচণ্ড সমালোচনা হয়েছে, এটি ঠিক নয় বিধায় আপলোড হওয়ার পরে সেটি তারা সরিয়েও ফেলেছিল। কিন্তু সেটির ‘স্ক্রিনশট’ তো বিভিন্ন জায়গায় ছিল, অনেকে শেয়ার করেছে, সেগুলো রয়েও গেছে। সেগুলো সোশ্যাল মিডিয়ায় ঘুরে বেড়িয়েছে, ঘুরছে। এতদপ্রেক্ষিতে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা মামলা করেছে, মামলার প্রেক্ষিতে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিককে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। পুলিশের তদন্তে সব বেরিয়ে আসবে এবং আইনের গতিতে আইন চলবে।’

সম্প্রচার মন্ত্রী বলেন, ‘বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার আগে বাসন্তীর গায়ে জাল পরিয়ে ছবি তুলে সেটি প্রকাশ করা হয়েছিল। তখন জালের দাম কিন্তু কাপড়ের দামের চেয়ে বেশি ছিল, এখনো জালের অনেক দাম। কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে বাসন্তীর গায়ে জাল পরিয়ে ছবি তুলে প্রকাশ করা হয়েছিল। অনেকে বলছে, ২৬ মার্চে প্রথম আলোর এ ঘটনাটি বাসন্তীকে জাল পরানোর মতোই। রাষ্ট্র, সমাজ, স্বাধীনতার বিরুদ্ধে এ ধরনের অসত্য পরিবেশন সর্বমহলের মতে একটি অপরাধ, ডিজিটাল অপরাধ।’

অপরাধ আর সাংবাদিকতা এক জিনিস নয় উল্লেখ করে মন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘কোনো সাংবাদিক যদি অপরাধ করে তার কি শাস্তি হবে না? কেউ যদি অপসাংবাদিকতা করে, স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করে এবং একটি ছেলের হাতে ১০ টাকা ধরিয়ে দিয়ে তার নামে অসত্য লেখে, চাইল্ড এক্সপ্লয়টেশন করে, সেটার কি বিচার হবে না? আমরা কি কেউ বিচারের ঊর্ধ্বে, আইনের ঊর্ধ্বে? তা তো নয়।’

এ বিষয়ে বিএনপি’র বিবৃতি নিয়ে প্রশ্ন করলে মন্ত্রী বলেন, ‘এটি কোনো কিছু পেলেই বিএনপি’র বিবৃতি দেওয়ার অপচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়। বাংলাদেশে মতপ্রকাশের যে স্বাধীনতা সেটি অনেক উন্নয়নশীল দেশে নেই। আপনারা যদি ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের কথা বলেন, ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন হচ্ছে সমগ্র দেশের সব মানুষের ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য, সাংবাদিকদেরও ডিজিটাল নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন ব্যবহার করে অনেক সাংবাদিকও মামলা করেছে। ক’দিন আগে একজন নারী সাংবাদিক বিদেশ থেকে চরিত্র হননের দায়ে আরেক সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।’

বিশ্বের দেশে দেশে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের উদাহরণ দিয়ে ড. হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, ‘এ ধরনের আইন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে হয়েছে। যুক্তরাজ্যে সাইবার সিকিউরিটি ল’জ এন্ড রেগুলেশন ২০২২, যুক্তরাষ্ট্রে সাইবার ল’ এন্ড পানিশমেন্ট এবং এ ধরনের আইন বিশ্বের বহু দেশে রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের অপরাধের শাস্তি হচ্ছে ২০ বছর কারাদণ্ড এবং ডিজিটাল মাধ্যমে গুজব ছড়ানোর কারণে যদি কারো মৃত্যু হয় তবে সেই ডিজিটাল অপরাধের শাস্তি হচ্ছে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। আমাদের দেশের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও অন্য অনেক দেশের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন অনেক বেশি কঠিন।’

সাংবাদিকদের অপর এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন, ‘এ ঘটনায় অবশ্যই মিথ্যা বলে রাষ্ট্রের ভিত্তিমূলে আঘাত হানা হয়েছে, স্বাধীনতাকে কটাক্ষ করা হয়েছে। স্বাধীনতা দিবসের দিন জাতীয় স্মৃতিসৌধ যেটি আমাদের স্বাধীনতার প্রতীক, সেখানে একটা ছেলেকে ১০ টাকা দিয়ে ফুসলিয়ে তাকে দিয়ে কথা বলানোর চেষ্টা করা হয়েছে এবং সে যেটি বলেনি সেটা প্রচার করা হয়েছে। এটি ঠিক হয়নি বলেই তারা সরিয়েছে। সুতরাং অবশ্যই এখানে রাষ্ট্রের ওপর আঘাত হানা হয়েছে।’

এর আগে ‘সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে বঙ্গবন্ধু’ গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচনকালে বঙ্গবন্ধুর কর্ম, বঙ্গবন্ধুর আন্দোলনকে সমর্থন করে ১৯৭১ সালের জানুয়ারি থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সংকলন প্রকাশ করার জন্য পিআইবিকে ধন্যবাদ জানিয়ে হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, আশা করি এই সংকলনের মাধ্যমে সবাই বঙ্গবন্ধুর অজানা আরো অনেক তথ্য জানতে পারবে। এই সংকলন প্রকাশিত না হলে এই কথাগুলো হারিয়ে যেতো। স্বাধীনতার পূর্বেও বঙ্গবন্ধুর ৬ দফা, স্বাধিকার আদায়ের আন্দোলনকে সমর্থন করে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ছবিসহ বিজ্ঞাপনের সংকলন একটি অসাধারণ প্রকাশনা।’

#

আকরাম/আরমান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/সেলিম/২০২৩/১৭৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩১১

**টেলিভিশনে স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য**

**সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়া**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

**মূলবার্তা :**

‘‘করলে জাটকা সংরক্ষণ-বাড়বে ইলিশের উৎপাদন’’ ১-৭ এপ্রিল ‘‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ-২০২৩”। –মৎস্য অধিদপ্তর।

#

শামছুর/আরমান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৬৪৪ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩১০

**অটিজমে বিশেষ অবদান রাখায় সম্মাননা পাচ্ছে ১৩ ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ র্মাচ) :

 অটিজম বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখায় এ বছর পাঁচটি ক্যাটেগরিতে ১০ জন ব্যক্তি ও ৩টি প্রতিষ্ঠানকে বিশেষ সম্মাননা দিচ্ছে সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়।

আজ সচিবালয়ে তথ্য অধিদফতরের সম্মেলন কক্ষে ‘১৬তম বিশ্ব অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৩’ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে সমাজকল্যাণ মন্ত্রী নুরুজ্জামান আহমেদ এ কথা জানান। এ সময় সমাজকল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোঃ আশরাফ আলী খান খসরু, সমাজকল্যাণ সচিব জাহাঙ্গীর আলম, প্রধান তথ্য কর্মকর্তা মোঃ শাহেনুর মিয়া উপস্থিত ছিলেন।

মন্ত্রী বলেন, এ বছর ‘রূপান্তরের অভিযাত্রায় সবার জন্য নিউরোবান্ধব অন্তর্ভুক্তিমূলক বিশ্ব গঠন’প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখেসমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয় অটিজম সচেতনতা দিবস ২০২৩ উদ্‌যাপনে ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে সচিবালয়সহ সকল সরকারি গুরুত্বপূর্ণ ভবন ও স্থাপনায় ১ এপ্রিল সন্ধ্যা থেকে ২(দুই) রাত নীল বাতি প্রজ্জ্বলন করা হবে। বিদেশে বাংলাদেশ দূতাবাস/মিশনসমূহেও নীলবাতি প্রজ্জ্বলন করা হবে। ২ এপ্রিল রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে।

এ বছর অটিজম বিষয়ে বিশেষ অবদান রাখায় পাঁচটি ক্যাটেগরিতে ১০ জন ব্যক্তি ও ৩ টি প্রতিষ্ঠান বিশেষ সম্মাননা পাচ্ছে। অনুষ্ঠানের দিন তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দেয়া হবে।

ক্যাটেগরি-ক: অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সফল ব্যক্তি (৩ জন); এ ক্যাটেগরিতে এনডিডি ট্রাস্ট আয়োজিত শেখ মুজিবুর রহমানের শৈশবকালের ওপর রচনা লিখন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অর্জনকারী আবদুল্লাহ আল নাফি অন্তর। আরটিভির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর ফাবলিহা আজিম এবং ২০২২ সালে প্রধানমন্ত্রীর ঈদ শুভেচ্ছা কার্ডে আঁকা ছবি স্থান পাওয়া মো. তাইফ মোস্তফা।

ক্যাটেগরি-খ: অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এমন প্রতিষ্ঠান (৩টি); এ ক্যাটেগরিতে সম্মাননা পাচ্ছে-তৃণমূল প্রতিবন্ধী পুনর্বাসন সংস্থা (টিপিপিএস), নওগাঁর আমবাটি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয় এবং আদিতমারি বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী ও অটিস্টিক বিদ্যালয়।

ক্যাটেগরি-গ: অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন জনগোষ্ঠীর উন্নয়ন ও সুরক্ষার ক্ষেত্রে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে এমন ব্যক্তি (৩ জন); মো. জিয়াউল হক, ডা. মো. জাকির হোসেন ও অধ্যাপক ডা. শাহীন আখতার এ ক্যাটেগরিতে সম্মাননা পাচ্ছেন।

ক্যাটেগরি-ঘ: অটিজম বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন সফল পিতা-মাতা (২ জন); এ ক্যাটেগরিতে নুসরাত শারমিন এবং ডা. নাছিমা ইসলাম চৌধুরী বৃষ্টি সম্মাননা পাচ্ছেন।

ক্যাটেগরি-ঙ: কেয়ারগিভার (২ জন); মোছা. সোনিয়া আক্তার ও মনিকা মারীয়া রোজারিও এ ক্যাটেগরিতে সম্মাননা পাচ্ছেন।

#

জাকির/আরমান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৫৫৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩০৯

**দেশের সব মানুষের কাছে পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও সুদৃশ্য ইলিশ পৌঁছানো সরকারের লক্ষ্য**

 **---মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) :

দেশের সব মানুষের কাছে পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও সুদৃশ্য ইলিশ পৌঁছানো সরকারের লক্ষ্য বলে জানিয়েছেন মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রী শ ম রেজাউল করিম।

আজ রাজধানীর ফার্মগেটে বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা কাউন্সিল মিলনায়তনে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ- ২০২৩ উপলক্ষ্যে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে মন্ত্রী এ কথা জানান।

মন্ত্রী বলেন, অন্যান্য বছরের ধারাবাহিকতায় এবার ১ এপ্রিল থেকে ৭ এপ্রিল পর্যন্ত ‘জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ’ পালন করা হবে। এ বছর জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহের প্রতিপাদ্য ‘করলে জাটকা সংরক্ষণ, বাড়বে ইলিশের উৎপাদন’। দেশের ইলিশ সমৃদ্ধ ২০ জেলায় জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন করা হবে উল্লেখ করে মন্ত্রী জানান, ১ এপ্রিল পিরোজপুরের হুলার হাট মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে জাটকা সংরক্ষণ সপ্তাহ উদ্বোধন করা হবে।

ইলিশ সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকারের নানা কার্যক্রম তুলে ধরে এ সময় মন্ত্রী বলেন, ইলিশের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রজনন সময় বিবেচনা করে মা ইলিশ আহরণের নিষিদ্ধ সময় ২২ দিন নির্ধারণ, জাটকা নিরাপদে বৃদ্ধির জন্য ১ নভেম্বর হতে ৩০ জুন পর্যন্ত সারা দেশে ৮ মাস জাটকা ধরা, পরিবহণ, মজুত, ক্রয়-বিক্রয় নিষিদ্ধ করা, দেশের ইলিশ সমৃদ্ধ নদ-নদীতে ৬টি ইলিশ অভয়াশ্রম স্থাপন ও নির্দিষ্ট সময়ে এ অভয়াশ্রমে ইলিশসহ সব ধরনের মাছ ধরা নিষিদ্ধ করা, নিষেধাজ্ঞা চলাকালে জেলেদের প্রতিবছর ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা প্রদান, জাটকা আহরণে বিরত অতি দরিদ্র জেলেদের বিকল্প কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, সাসটেইনেবল কোস্টাল অ্যান্ড মেরিন ফিশারিজ প্রকল্প বাস্তবায়ন, ইলিশ সম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা প্রকল্প বাস্তবায়নসহ সরকার বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করছে। ফলে ২০০৮-০৯ অর্থবছরে যেখানে ইলিশের উৎপাদন ছিল ২ লাখ ৯৮ হাজার মেট্রিক টন, ২০২১-২২ অর্থবছরে তা বৃদ্ধি পেয়ে ৫ লাখ ৬৭ হাজার মেট্রিক টনে পৌঁছেছে। তিনি বলেন, জাটকা ও মা ইলিশ সংরক্ষণ করতে পারলে ইলিশের উৎপাদন আরো অনেক বেশি বৃদ্ধি পাবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, ইলিশের উৎপাদন বৃদ্ধিতে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে এমন জাল যেমন বেহুন্দি জাল, কারেন্ট জালসহ অন্যান্য অবৈধ জাল যাতে কেউ ব্যবহার করতে না পারে সেজন্য সরকার এগুলো নিষিদ্ধ করেছে। যারা জাটকা নিধনের চেষ্টা করবে, মোবাইল কোর্ট পরিচালনার মাধ্যমে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হবে। পাশাপাশি যে অঞ্চলে জাটকা ধরা হবে সে অঞ্চলে বরফ কল বন্ধ রাখা হবে। বাজারেও মোবাইল কোর্ট থাকবে। এছাড়া জাটকা পরিবহণ ও বিপণনে জড়িতদের আইনের আওতায় আনা হবে।

মাছ ধরা নিষিদ্ধ সময়ে সরকার জেলেদের জন্য ভিজিএফ খাদ্য সহায়তা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করেছে উল্লেখ করে মন্ত্রী আরো বলেন, ২০২২-২৩ অর্থবছরে ২০ জেলার ৯৭ উপজেলায় জাটকা আহরণে বিরত ৩ লাখ ৬০ হাজার ৮৬৯টি জেলে পরিবারকে মাসিক ৪০ কেজি হারে ৪ মাসে ৫৭ হাজার ৭৩৯ মেট্রিক টন ভিজিএফ চাল বিতরণ চলমান রয়েছে।

মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. নাহিদ রশীদ, অতিরিক্ত সচিব মোঃ আব্দুল কাইয়ূম, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান কাজী আশরাফ উদ্দীন, বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউটের মহাপরিচালক ড. ইয়াহিয়া মাহমুদ, মৎস্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক খ. মাহবুবুল হক এবং মন্ত্রণালয় ও মৎস্য অধিদপ্তরের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন।

সংবাদ সম্মেলনের আগে মন্ত্রী ‘মা ইলিশ সংরক্ষণ অভিযান-২০২২ এর মূল্যায়ন ও ভবিষ্যৎ করণীয়’ শীর্ষক কর্মশালায় প্রধান অতিথির বক্তব্য প্রদান করেন।

#

ইফতেখার/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/১৭২৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩০৭

**ঈদের আগে ও পরে ৭ দিন ফেরিতে সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান পারাপার বন্ধ**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) :

আসন্ন ঈদে যাত্রী ও পণ্য পরিবহণ নিরাপদ রাখতে ঈদের পূর্বে ৩ দিন ও ঈদের পরে ৩ দিন নিত্য প্রয়োজনীয় ও দ্রুত পচনশীল পণ্যবাহী ট্রাক ব্যতীত সাধারণ ট্রাক ও কাভার্ড ভ্যান ফেরিতে পারাপার বন্ধ থাকবে। রাতের বেলায় স্পিডবোট চলাচল বন্ধ থাকবে। এছাড়া, ১৭ থেকে ২৭ এপ্রিল পর্যন্ত সার্বক্ষণিক সকল বালুবাহী বাল্কহেড চলাচল বন্ধ থাকবে।

আজ নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে পবিত্র ঈদুল ফিতর উপলক্ষ্যে নৌপথে স্টিমার, লঞ্চসহ জলযান সুষ্ঠুভাবে চলাচল, যাত্রীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে যথাযথ কর্মপন্থা গ্রহণের লক্ষ্যে ঈদ ব্যবস্থাপনা বৈঠকে এসব সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। নৌপরিবহন প্রতিমন্ত্রী খালিদ মাহমুদ চৌধুরী বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

সভায় জানানো হয় পদ্মাসেতুতে মোটর সাইকেল চলাচল নিষিদ্ধ থাকায় শিমুলিয়া মাঝিরকান্দি রুটে মোটর সাইকেল পারাপারে বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা করা হচ্ছে। এপ্রিল মাসে আবহাওয়া খারাপ থাকে, কালবৈশাখী ঝড় হওয়ার শঙ্কা থাকে। সে সময়ে সকলকে আবহাওয়া বার্তা মেনে চলার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। ঢাকা সদরঘাট এলাকায় যাত্রীদের চলাচলের সুবিধার জন্য ঢাকা সিটি কর্পোরেশন ও নৌপুলিশ আরো সতর্কতার সাথে কার্যক্রম পরিচালনা করবে মর্মে সভায় জানানো হয়। এছাড়া সদরঘাট এলাকায় ছোট ছোট নৌযানে করে লঞ্চে যাত্রী উঠানামায় কঠোর নজরদারি করার বিষয়ে নির্দেশনা দেওয়া হয়।

সভায় আরো জানানো হয় পাটুরিয়া, দৌলতদিয়া, আরিচা, কাজিরহাট, হরিনা, আলুবাজার ফেরিরুটে ফেরির সংখ্যা বাড়ানো হবে। সন্দ্বীপ ও হাতিয়ার মতো উপকূলীয় অঞ্চলে যাত্রি পারাপারে সি-ট্রাক চালু থাকবে। ফিটনেসবিহীন নৌযান যাতে চলাচল করতে না পারে সেজন্য নৌপরিবহন অধিদফতর যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এছাড়া অভ্যন্তরীণ নৌপথে যাত্রি সাধারণের সুষ্ঠু ও নির্বিঘ্নে যাতায়াতের লক্ষ্যে ঢাকা ও গাজীপুর মেট্রোপলিটন এলাকায় গার্মেন্টস ও নিটওয়্যার সেক্টরের কর্মীদের এলাকাভিত্তিক পর্যায়ক্রমে ছুটি প্রদানের জন্য বিজিএমইএ ও বিকেএমইএর প্রতি অনুরোধ জানানো হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ মোস্তফা কামাল, নৌপরিবহন অধিদফতরের মহাপরিচালক কমডোর মোঃ নিজামুল হক, বিআইডব্লিউটিসি’র চেয়ারম্যান এস এম ফেরদৌস, বিআইডব্লিউটিএ’র চেয়ারম্যান কমডোর আরিফ আহমেদ মোস্তফা, বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌপরিবহন (যাত্রি পরিবহন) সংস্থার সভাপতি মাহবুব উদ্দিন আহমেদ বীর বিক্রম, লঞ্চ মালিক সমিতির সহ-সভাপতি শহীদুল ইসলাম ভূইয়া, স্বরাষ্ট্র, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, পুলিশ, নৌপুলিশ, আবহাওয়া বিভাগ, বিজিএমইএ ও বিকেএমইএ, সংশ্লিষ্ট সড়ক ও নৌপরিবহন মালিক এবং শ্রমিক সংগঠন এর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার সরাসরি ও ভার্চুয়ালি উপস্থিত ছিলেন।

#

জাহাঙ্গীর/পরীক্ষিৎ/আরমান/রাহাত/রফিকুল/মাহমুদ/আব্বাস/২০২৩/ ১৭০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩০৮

 **জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২২ প্রদানের জন্য  ৩ ব্যক্তি এবং ২ প্রতিষ্ঠান মনোনীত**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ র্মাচ) :

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ, পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার এবং পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবনে অসামান্য ও অনুসরণীয় অবদান রাখায় জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২২ প্রদানের জন্য তিন জন ব্যক্তি ও দু’টি প্রতিষ্ঠানকে চূড়ান্ত মনোনয়ন দেওয়া হয়েছে।

আজ পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী মোঃ শাহাব উদ্দিনের সভাপতিত্বে মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে জাতীয় পরিবেশ পদক-২০২২ চূড়ান্ত মনোনয়নের লক্ষ্যে গঠিত জাতীয় কমিটির এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উপমন্ত্রী হাবিবুন নাহার, সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ; কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব ওয়াহিদা আক্তার; পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব (পরিবেশ) সঞ্জয় কুমার ভৌমিক; পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ডক্টর আবদুল হামিদ; ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের ডিন  অধ্যাপক ড. মোঃ আব্দুস  ছামাদ এবং জীববিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. এ কে এম মাহবুব হাসানসহ কমিটির সদস্য হিসেবে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

পরিবেশ সংরক্ষণ ও দূষণ নিয়ন্ত্রণ ক্যাটেগরিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে খুলনা জেলার বটিয়াঘাটা উপজেলার উপসহকারী কৃষি অফিসার জীবানন্দ রায় এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ইনসেপ্টা ফার্মাসিউটিক্যালস লিমিটেড, ধামরাই, ঢাকা মনোনীত হয়েছে। পরিবেশ বিষয়ক শিক্ষা ও প্রচার ক্যাটেগরিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. তুহিন ওয়াদুদ (ড. আবু ছালেহ মোহাম্মদ ওয়াদুদুর রহমান) এবং প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে বাংলাদেশ এনভায়রনমেন্ট এন্ড ডেভেলপমেন্ট সোসাইটি (বেডস), খুলনা পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছে। পরিবেশ বিষয়ক গবেষণা ও প্রযুক্তি উদ্ভাবন ক্যাটেগরিতে ব্যক্তিগত পর্যায়ে বাংলাদেশ ধান গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সাতক্ষীরার ঊর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা ড.এস এম মফিজুল ইসলাম পুরস্কারের জন্য মনোনীত হয়েছেন।

জাতীয় পরিবেশ পদক পাওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বাইশ ক্যারেট মানের দুই তোলা ওজনের স্বর্ণের বাজার মূল্য ও অতিরিক্ত আরো ৫০ হাজার টাকার চেক, ক্রেস্ট ও সনদপত্র দেয়া হবে।

#

দীপংকর/আরমান/রফিকুল/মাহমুদ/লিখন/২০২৩/১৫৫৩ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ১৩০৬

টেলিভিশনে স্ক্রল প্রচারের জন্য

**পবিত্র ঈদুল ফিতরের ট্রেনের অগ্রিম টিকিট অনলাইন ও অ্যাপে**

ঢাকা, ১৬ চৈত্র (৩০ মার্চ) :

সরকারি-বেসরকারি টিভি চ্যানেলসহ সকল ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় নিম্নোক্ত বার্তাটি স্ক্রল আকারে প্রচারের জন্য অনুরোধ করা হলো :

মূলবার্তা :

আসন্ন পবিত্র ঈদুল ফিতর এ আন্তঃনগর ট্রেনের ১৭ এপ্রিল থেকে ৩০ এপ্রিল পর্যন্ত অগ্রিম টিকেট শুধুমাত্র অনলাইন ও মোবাইল অ্যাপের মাধ্যমে ক্রয় করা যাবে।

টিকেট ক্রয়ের জন্য রেলওয়ে টিকেটিং ওয়েব পোর্টাল, ‘Rail Sheba’ অ্যাপ বা যে কোন মোবাইল থেকে এসএমএস করার মাধ্যমে NID/পাসপোর্ট/ জন্মনিবন্ধন যাচাই পূর্বক রেজিস্ট্রেশন করতে হবে।- রেলপথ মন্ত্রণালয়।

#

শরিফুল/পরীক্ষিৎ/রবি/মাসুম/২০২৩/১৩৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                              নম্বর : ১৩০৫

**জলবায়ু ন্যায়বিচারকে এগিয়ে নিতে**

**জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ঐতিহাসিক প্রস্তাব গৃহীত**

নিউইয়র্ক, ৩০ মার্চ :

জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাবের ক্ষেত্রে দায়ী রাষ্ট্রগুলোর আইনগত বাধ্যবাধকতার বিষয়ে পরামর্শমূলক মতামত প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে অনুরোধ করে একটি সর্বসম্মত প্রস্তাব জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে গৃহীত হয়েছে। বাংলাদেশসহ ১৭-সদস্য বিশিষ্ট কোর গ্রুপ এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করে। জলবায়ু ন্যায়বিচার এবং ন্যায্যতার পক্ষে সমর্থনকারী দেশগুলির জন্য এটি একটি যুগান্তকারী অর্জন।

কোর গ্রুপের পক্ষে রেজুল্যুশনটি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করেন ভানুয়াতুর প্রধানমন্ত্রী। বর্তমান ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব থেকে রক্ষা করার জন্যে এই রেজুল্যুশনে মানবাধিকার আইনসহ বিদ্যমান আন্তর্জাতিক সব আইন ও স্বীকৃত নীতিমালার ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট দায়ি দেশগুলোর আইনি বাধ্যবাধকতার ওপর পরামর্শমূলক মতামত প্রদানের জন্য আন্তর্জাতিক বিচার আদালতকে অনুরোধ করা হয়। কার্বন নিঃসরণের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনের বিরূপ প্রভাবে বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ বা ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলোকে সুরক্ষার জন্য সংশ্লিষ্টআইনি পরিণতি সম্পর্কে পরামর্শ দেওয়ার জন্যও এই রেজুল্যুশনে অনুরোধ করা হয়েছে।

আদালতের পরামর্শমূলক মতামতের গুরুত্বের কথা উল্লেখ করে জাতিসংঘ মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেস বলেন, এই ধরনের পরামর্শমূলক মতামত জাতিসংঘ সদস্য দেশগুলোকে জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবিলায় আরো সাহসী ও শক্তিশালী ব্যবস্থা নিতে সহায়তা করবে।

সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। তিনি বলেন, জলবায়ু পরিবর্তনের ধ্বংসাত্মক ও অপরিবর্তনীয় হুমকির বিষয়ে স্পষ্ট সতর্কতা সত্ত্বেও মানবতার বেঁচে থাকার জন্য যে মাত্রায় বৈশ্বিক উদ্যোগ প্রয়োজন, তার ধারে কাছেও নেই বিশ্ব সম্প্রদায়। এই রেজুল্যুশন এবং এর ফলে আন্তর্জাতিক বিচার আদালত কর্তৃক পরামর্শমূলক মতামত দায়ি দেশগুলির আইনি বাধ্যবাধকতা, ক্ষতিগ্রস্ত দেশগুলির অধিকার এবং জলবায়ু পরিবর্তন থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য সচেতনতা বৃদ্ধিতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে।

#

পরীক্ষিৎ/রবি/আসমা/২০২৩/১২৩০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                                       নম্বর : ১৩০৪

**জাতিসংঘ সদরদপ্তরে ১৯৭১-এর গণহত্যার ওপর আলোকচিত্র প্রদর্শনী**

নিউইয়র্ক, ৩০ মার্চ :

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মাটিতে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরোচিত গণহত্যার ওপর প্রথমবারের মত নিউইয়র্কে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরের সহযোগিতায় এ প্রদর্শনীর আয়োজন করে জাতিসংঘে বাংলাদেশ স্থায়ী মিশন।

গতকাল প্রদর্শনীটি উদ্বোধন করেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মাসুদ বিন মোমেন। এসময় জাতিসংঘের বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত ও স্থায়ী প্রতিনিধি, জাতিসংঘের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ, নিউইয়র্কে বসবাসরত প্রবাসী বীর মুক্তিযোদ্ধা, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে সিনিয়র সচিব বলেন, জাতিসংঘ সদরদপ্তরে আয়োজিত এ প্রদর্শনী ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে সংঘটিত গণহত্যার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি অর্জনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আমাদের অব্যাহত প্রচেষ্টাকে ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। জাতিসংঘে নিযুক্ত বাংলাদেশের স্থায়ী প্রতিনিধি রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ আব্দুল মুহিত বলেন, আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং গণহত্যার ইতিহাস আন্তর্জাতিক সম্পদায়ের মাঝে গভীরভাবে ছড়িয়ে দিতে আমাদের আরো জোর প্রচেষ্টা চালানো দরকার।

ঢাকার মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘর থেকে ১৯৭১ সালের গণহত্যার ওপর ২৭টি আলোকচিত্র সংগ্রহ করে এ প্রদর্শনীতে উপস্থাপন করা হয়েছে।

#

পরীক্ষিৎ/রবি/মাসুম/২০২৩/১০৩০ ঘণ্টা